দর্শনায় মুজিবশতবর্ষ ও অনিবার্ণের ৩ যুগ পুর্তিতে একুশে মেলা ও নাট্য উৎসব

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনার অনিবার্ণ থিয়োটার প্রতি বছর জাঁকজমক ভাবে ২১শে ফেব্রুয়ারি পালন করে, আয়োজন করে একুশে মেলা ও নাট্য উৎসব, এ বছরেরও জাঁকজমক ভাবে পালন করা হবে ২১ শে ফেব্রুয়ারি। আর মাত্র ১দিন পর দর্শনা অনিবার্ণ থিয়োটারের আয়োজনে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে একুশে মেলা ও নাট্য উৎসব।

ইতোমধ্যে দর্শনা ডাক বাংলো চত্বরকে ঘিরে সাজ সাজ রাব। বঙ্গবন্ধুর শত বর্ষ পুর্তি ও অনিবার্ণের ৩যুগ পুর্তিতে একুশে মেলা ও নাট্য উৎসব এবছর অন্য রকম বর্ণিল সাজে রঙিন হয়ে উঠেছে আশেপাশের দেওয়াল গুলো। নানা কথার মালা এবং আলপনায় শোভা পাচ্ছে ডাক বাংলো চত্বর।

উৎসবকে ঘিরে দিন-রাত যেন অনিবার্ণ নাট্যকর্মীর্দের চোখে ঘুম নেই। রং তুলির ছোঁয়ায় নানা রং এর নানা বর্ণমালায় রাঙিয়ে দিয়েছে মেলা চত্বর।

এবারের একুশে মেলা ও নাট্য উৎসবের গাহি সাম্যের গান, যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাঁধা ব্যবধান, যেখানে মিশেছে হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলিম, খীষ্টান এই শ্লোগান ধারণ করা হয়েছে। এ শ্লোগানকে সামনে রেখে দর্শনা অনিবার্ণ থিয়েটার সপ্তাহ ব্যাপী দুই বাংলার থিয়েটার গ্রুপের সংমিশ্রণে একুশে মেলা ও নাট্য উৎসবের আয়োজন করেছে।

গত মঙ্গলবার অনেক রাত পর্যন্ত অনিবার্ণ কর্মীদের দেখা গেছে ব্যানার, ফেস্টুন, কাঠে পেরেক ঠুকা, মঞ্চ তৈরী ও মেলা চত্বর সাজানোর কাজে ব্যস্ত রয়েছে। আগামী একুশে ফ্রেরুয়ারী উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে যশোর বিবর্তণ থিয়েটারের নাটক উন্মুক্ত মঞ্চে ”পাঁইচো চোরের কেচ্ছা” নাটক পরিবেশনের মধ্যে দিয়ে একুশে মেলা ও নাট্য উৎসব শুরু হবে।

এছাড়া প্রতিদিন বিকালে মেলা চত্বরে খোলা মঞ্চে বিভিন্ন স্কুল কলেজের ছেলে মেয়েদের পথ নাটক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বর্ণ লেখা,

চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। ২২ ফ্রেরুয়ারী আনোয়ার হোসেনের লেখা ও নির্দেশনায় নাটক জিষ্ণু যারা পরিবেশিত হবে।

মেলার দ্বিতীয় দিন কলকাতা বেলঘরিয়ার নাটক ”টমেন জেরী”, ৩য় দিন কলকাতা পূর্ব-পশ্চিম থিয়েটারের নাটক ”পটলবাবু ফিল্ম স্টার”, ৪র্থ দিন চুয়াডাঙ্গা অরিন্দম সাংস্কৃতিক সংগঠনের নাটক ”নীল সিন্দুরীয়া”, ৫ম দিন ঢাকা প্রাঙ্গনেমোর থিয়েটারের নাটক কনডেম সেল, ৬ষ্ঠ দিন ঢাকা শব্দ নাট্যচচার্ কেন্দ্রের নাটক ”তৃতীয় একজন” ও ৭ম দিনে ঢাকা সময় সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর পিবেশনায় নাটক ”ভাগের মানুষ” প্ররিবেশনের মধ্যে দিয়ে একুশে মেলা ও নাট্য উৎসবের সমাপ্তি হবে বলে জানা গেছে।

মেপ্র/আরজেএম

মেহেরপুরে হাম-রুবেলা ক্যাম্পেইন উপলক্ষে এ্যাডভোকেসি সভা

‘আয় আয় সোনামণি টিকা নিয়ে যা’ এই স্লোগান কে সামনে রেখে মেহেরপুরে ইপিআই কার্যক্রম হাম-রুবেলা ক্যাম্পেইন ২০২০ এ্যাডভোকেসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বুধবার সকাল ১০ দিকে মেহেরপুর সিভিল সার্জনের সম্মেলন কক্ষে এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে সিভিল সার্জন ডা: মো: নাসির উদ্দীনের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর পৌর সভার প্যানেল মেয়র শাহিনুজ্জামান রিটন, গাংনী স্বস্থ্য কমপ্লেক্সের ডা: রিয়াজুল আলম, মুজিবনগর স্বস্থ্য কমপ্লেক্সের ডা: মো: রেজওয়ান আহমেদ।

এ ছাড়াও অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ডা: লিশান্তা মন্ডল, ডা: ফয়সাল হারুন, এডি সিসি ডা: মো: রফিকুল আলম, মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি তোজাম্মেল আজম প্রমুখ।

মেপ্র/আরপি

মেহেরপুরে “সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ” শীর্ষক মহিলা সমাবেশ

মেহেরপুর জেলা তথ্য অফিসের উদ্যোগে “সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ ” শীর্ষক প্রচার কর্মসূচির আওতায় মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার সকাল ১১ টার দিকে মেহেরপুর পিটিআই সম্মেলন কক্ষে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বাল্য বিবাহ না দেয়ার শপথ নেন নারীরা। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শপথ পরিচালনা করেন সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাসুদুল আলম।

এছাড়াও গুজবে কান না দেয়া ও মাদককে না বলার ও শপথ নেন তারা।

পিটিআই সপারিনটেন্ডেন্ট এস এম সামসুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করে জেলা তথ্য অফিসার এলিন সাঈদ-উর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপপরিচালক এ কে এম শফিউল আযম, সদর উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা তাজুল ইসলাম।

সমাবেশে প্রধান অতিথি বলেন, জীবন যাত্রার মান আগের থেকে এতই

উন্নত হয়েছে যে এখন আগের তুলনায় তেমন অভাব পরিলক্ষিত হয়না। তিনি বলেন, সরকারের ভুল ভ্রান্তির যেমন সমালোচনা করা যাবে,তেমনি ভালো কাজের ও প্রশংসা করতে হবে।

ছাগল পালনের মধ্যেই তার জীবন সংগ্রাম

অদম্য ইচ্ছা শক্তি আর কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে প্রতিবন্ধকতাকে জয় করেছেন শাকিরুল। দুটি হাত না থাকলেও তার ইচ্চা শক্তির মাধ্যমে ছাগল পালন করে সফলতার মুখ দেখেছে সে। মাত্র ৫ টি ছাগল থেকে তার জীবন সংগ্রাম শুরু করলেও বর্তমানে সে অর্ধশতাধিক ছাগলের মালিক।

সকাল থেকে সন্ধা পর্যন্ত মাঠে ময়দানে ছাগলের সাথেই কাটাতে হয় সারাটি বেলা। ছোট বেলায় বিদ্যুতের তারে হাত জড়িয়ে পুড়ে যায় দুটি হাত। চিকিৎসার পর কোন রকম প্রানে বেঁচে গেলেও কেটে ফেলতে হয় তার দুই হাত।

জীবন জীবিকার তাগিদে অভাব অনটনের সংসারে বোঝা হয়ে ওঁঠে শাকিরুল। স্থানীয় ব্যাক্তিদের পরামর্শে ছাগল পালন শুরু করেন তিনি। দিন বদলের সাথে সাথে ছাগল পালনে স্বাবলম্বী হয়েছে প্রতিবন্ধী শাকিরুল। তবে দু’টি হাত না থাকায় তাকে পড়তে হয় নানান সম্স্যায়। সরকারী বা বেসরকারি কোন সহযোগীতায় জোটেনি তার ভাগ্যে। সরকারি সহযোগীতা পেলে সংসার চালানো ছাড়াও বাড়তি আয় করতে পারবে বলে আশাবাদি শাকিরুল। ছাগল পালনে উপার্জিত আয় থেকেই পরিবারের সকল খরচ বহন করে চলেছে শাকিরুল।

মেহেরপুর জেলার গোপাল পুর গ্রামের জামাত আলীর ছেলে শাকিরুল ইসলাম। ২০০২ সালে বৈদ্যতিক দুর্ঘটনায় তার দুটি হাত কেটে ফেলে চিকিৎসকরা।

দুটি হাত হারানোর পর শাকিুলের পরিবারে নেমে আসে চরম হতাশা।

নিয়েছি। শাকিরুলে চাওয়া হয়তো আমাদের সিমাবদ্ধতার কারনে পুরন করা সম্ভব হয়না।

মেপ্র/আরজেএম

ছাত্রীকে মারধর করায় যুবকের ৪০ হাজার টাকা জরিমানা

নবম শ্রেণীর এক ছাত্রীকে চড়-থাপ্পড়ের অপরাধে সাইদুর রহমান নামের এক যুবকের কাছ থেকে ৪০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

বুধবার (১৯ ফেব্রুয়ারি) বিকেল সাড়ে তিনটার দিকে মেহেরপুরের করমদি মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ভ্রাম্যমাণ আদালতে এ জরিমানা আদায় করা হয়। অর্থদণ্ড প্রাপ্ত যুবক কল্যাণপুর গ্রামের বাসিন্দা ও গাংনী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় এন্ড কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, বুধবার বেলা সাড়ে ১১ টার দিকে করমদি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির এক ছাত্রী স্কুলে প্রবেশের আগে সাইদুর রহমান তাকে চড়-থাপ্পড় দেয়। এসময় বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্ররা সাইদুর রহমানকে আটক করে।

বিকেলে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন গাংনী উপজেলা নির্বাহি অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট দিলারা রহমান। দণ্ডবিধির ৩৫৪ ধারায় তাকে দোষী সাব্যস্ত করে ৪০ হাজার টাকা জরিমানা করেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। জরিমানা পরিশোধ ও এমন কাজ পরবর্তীতে না করার মুচলেকা দিয়ে মুক্তি পায় যুবক সাইদুর রহমান।

মেপ্র/আরজেএম

কোমলমতি শিশু নয়ন কে বাঁচাতে সাহায্যের আবেদন

৯ বছর বয়সের কোমলমতি এক শিশু নয়ন। প্রথম শ্রেণির ছাত্র সে। যে বয়সে তার দূরন্তপনা আর খেলার সাথীদের সাথে খেলা করার কথা সে বয়সে এখন ভুগছে দূরারোগ্য বোন ক্যানসারে। প্রায় ৫ বছর থেকে ভুগছে সে। দিনমজুর বাবা মুহুর আলী ও মা সাবিনা খাতুনের কোল জুড়ে পৃথিবীর বুকে জন্ম নেয় নয়ন। দিনমজুর বাবার অভাবের সংসারে আশার আলো ছিল সে। কিন্তু সে আলো ক্রমশ ম্লান হয়ে যাচ্ছে। বাবা-মা’র সামনে এখন শুধুই অন্ধকার। ছেলের চিকিৎসায় সহায় সম্বল সব শেষ। এখন অবশিষ্ট রয়েছে শুধু বসত ভিটাটুকু ।
মেহেরপুর সদর উপজেলার বর্শিবাড়িয়া গ্রামের দিনমজুর মুহুর আলী ও মা সাবিনা জানান, নয়নের ডান পায়ের হাঁটুর কাছে প্রথমে তার একটি টিউমার দেখা দেয়। সেটি বড় হলে পাশর্^বর্তী জেলা চুয়াডাঙ্গার মদিনা ক্লিনিকে অপারেশন করানো হয়। কিন্তু অপারেশনের কিছুদিন পর সেটি ক্যান্সারে রূপ নেয়। ছেলের পা ভাল করতে দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা করানো হলেও ভাল কোন ফল পাওয়া যায়নি। সব শেষে রাজশাহী পপুলার ডায়াগনষ্টিক সেন্টারে ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ প্রফেসর ডাঃ মোঃ দায়েম উদ্দিন এর কাছে দ্বিতীয় দফায় অপারেশন করানো হয়। এরপর বেশ কিছুদিন ভাল ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে আবারও অবনতি হতে থাকে। পরে ঢাকা ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট ওব ক্যান্সার রিসার্স এন্ড হসপিটালে চিকিৎসা করানো হয়। একে একে ১৬টি কেমো থেরাপি দিতে গিয়ে তাদের প্রায় সাড়ে তিন লাখ টাকা খরচ হয়ে যায়। এখন শুধু বসত ভিটাটুকু ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। দিনমজুরি করে যা আয় হয় তা দিয়ে সংসার চালাতেই হিমশিম খেতে হচ্ছে। এখন ছেলের চিকিৎসা করানো মত কোন সামর্থ তাদের নেই। চোখের সামনেই একমাত্র আদরের ধন তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বাবা-মা দুজনেই অসহায়ের মত ছেলের মুখের দিকে চেয়ে থাকে। চিকিৎসার অভাবে ছেলে কী তাদের চিরতরে হারিয়ে যাবে? এমন জিজ্ঞাসা আর আকুতি নিয়েই কাটছে তাদের প্রতিটি মুহুর্ত।
কান্না জড়িত কণ্ঠে অসহায় ঐ বাবা-মা একমাত্র ছেলের জীবন বাঁচাতে চিকিৎসার জন্য মাননীয় প্রধান মন্ত্রী ও দেশের বিত্তবানদের কাছে

সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন। সাহায্যের জন্য তাদের ব্যাংক একাউন্ট ‘সাবিনা খাতুন, সঞ্চয়ী হিসাব নং- ৯৫৭৮, কৃষি ব্যাংক, বারাদী বাজার শাখা, মেহেরপুর’ এবং মোবাইল নং- ০১৭০৩২৫১০৫৫।

মেপ্র/আরজেএম

বামন্দি হাট উন্নয়নে বরাদ্দের অর্ধকোটি টাকা নয়ছয়

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামন্দি গরুর হাট উন্নয়ন প্রকল্পের অর্ধকোটির টাকার ৩১টি কাজের মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে মাত্র দুইটি। বাকি গুলোর মধ্যে কোন কাজ হয়েছে আংশিক আবার কোন কাজ একেবারেই হয়নি। উন্নয়ন বরাদ্দের প্রায় অর্ধকোটি টাকার ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। প্রশ্ন উঠেছে বাজার কমিটির সভাপতি বামুন্দি ইউপি চেয়ারম্যান শহিদুল বিশ্বাসের কার্যকলাপ নিয়ে। কাজ না করে বিল হাতিয়ে নওয়ার পায়তারা করছে বলেও অভিযোগ তার বিরুদ্ধে।

স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়ের জারিকৃত নীতিমালা অনুযায়ি হাট-বাজার ইজারার ১৫ শতাংশ অর্থ সংশ্লিষ্ট হাট-বাজার উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ দেওয়া হয়।

সে অনুযায়ি ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের মেহেরপুর জেলার বামুন্দি গরু হাট ,কসাই খানা বাজার সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন স্থাপনা রক্ষনাবেক্ষন ও উন্নয়নের জন্য প্রায় অর্ধকোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়।

২০১৮ সালের ১০ ডিসেম্বর উপজেলা হাট বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় বামুন্দি বাজার উন্নয়ন ও অবকাঠামো নির্মানের জন্য ৩১টি প্রকল্প অনুমোদন দেওয়া হয়। যে সভার সভাপতিত্ব করেন সাবেক উপজেলা

নির্বাহী অফিসার বিঞ্চু পদ পাল।

বামুন্দি বাজার সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায় অনমোদিত প্রকল্পের বেশির ভাগ কাজই করা হয়নি। ২৮ লক্ষ্য টাকার বালি ভরাটে ১৪টি প্রকল্প করা হয়েছে নাম মাত্র। এছাড়াও একটি টিন শেড ও মসজিদ উন্নয়নের কাজ করা হয়েছে।

বাকি প্রকল্প গুলোর মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন রাস্তা এইচবি করন, ড্রেন নির্মান, কসাই খানার টিন শেড ও মেঝে নির্মান, মুরগি ও কবুতর বিক্রির স্থানে টিন শেড ইত্যাদি। এই অর্থ বছর শেষ হতে চললেও কাজ এখনো শুরু করা হয়নি। কবে নাগাদ হবে বা আদৌ হবে কিনা এ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে জনমনে।

বামন্দি ইউনিয়ন পরিষদের ২ নং ওয়ার্ড ইউপি সদস্য কামাল হোসেন বলেন, সব কাজ এখনো হয়নি। আমার জানা মতে দুইটি কাজ হয়েছে এবং সেই কাজের বিল পেয়ে গেছে। বাকি কাজের মধ্যে বালি ভরাট করা হয়েছে।

বামন্দি ইউপি চেয়ারম্যান ও বাজার কমিটির সভাপতি শহিদুল বিশ্বাসের সাথে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, কাজের বিষয়ে আমি বলতে পারেবো না আপনারা অন্য জায়গায় খোজ নেন বলে ফোন কেটে দেন।

উপজেলা উপসহকারি প্রকৌশলী তৌহিদুল ইসলাম জানান, আমার জানা মতে দুইটি কাজ হয়েছে। এছাড়াও বালি ভরাটের কাজ হয়েছে কিন্তু এখনো আমরা জায়গাটি পরিদর্শন করিনি।

গাংনী উপজেলা এলজিইডি প্রকৌশলী গোলাপ আলী শেখ বলেন, এই কাজের কোন তথ্য আমার কাছে নেই। আমার আগে যিনি দায়িত্বে ছিলেন তার হাতেই কাগজপত্র স্বাক্ষর হয়েছে।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা খাতুন মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন, দুইটি কাজের বিল দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও বালি ভরাটের কাজটি আমি ইঞ্জিনিয়ার সাহেবকে বলেছি পরিদর্শন করে রিপোর্ট দিতে। সেটি দেখার পর বিলের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এছাড়াও তিনি জানান, এই অর্থ বছরের মধ্যেই বাকি কাজ গুলো করতে হবে। কাজ না করে বিল নেওয়ার কোন সুযোগ নেই। প্রতিটি কাজ বুঝে পাওয়ার পর বিল প্রদান করা হবে।

মেপ্র/আজেএম

কাজিপুরে ৫০ বোতল ফেন্সিডিলসহ ১জন আটক, পলাতক -১

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজিপুর গ্রাম থেকে এক মাদক কারবারিকে আটক করেছে বিজিবি। আটককৃত হলো উপজেলার কাজিপুর গ্রামের বর্ডারপাড়া মৃত আঃ করিমের ছেলে ফজলু মিয়া (৪০)।

গতকাল মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে তাকে ৫০ বোতল ফেন্সিডিলসহ তাকে আটক করে গাংনী থানায় সোপর্দ করে। গাংনী থানা সুত্রে প্রকাশ, সোমবার (১৮-০২-২০২০ইং) তারিখ রাত সাড়ে ৮টার দিকে মাদক বিরোধী অভিযানে গোপন সংবাদের ভিতিত্তে কাজিপুর

বর্ডো পাড়া থেকে তাকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হলেও তার সাথে থাকা কাজিপুর পাঠান পাড়ার মৃত আজিজুল হকের ছেলে রাজকুমার (২৫) পালিয়ে যায়। গাংনী থানার ওসি ওবাইদুর রহমান জানান, মাদক কারবারি দুইজনের বিরুদ্ধ মাদক দ্রব্য আইনে মামলা হয়েছে।

মেপ্র/আরজেএম

কুষ্টিয়ায় শিশু ধর্ষণের অভিযোগে ফুফা কারাগারে

কুষ্টিয়ায় মিরপুরে ১১ বছর বয়সী শিশুকে (৪র্থ শ্রেণির ছাত্রী) ধর্ষণের অভিযোগে ফুফা আবুল হাসেমকে (৫৫) কারাগারে প্রেরণ করেছেন আদালত। মঙ্গলবার দুপুর আড়াইটায় অভিযুক্তকে কারাগারে প্রেরণের নির্দেশ দেন আদালত।

এর আগে রবিবার রাতের ঘটনায় সোমবার সন্ধ্যায় শিশু ধর্ষণ অভিযোগে করা মামলার একমাত্র আসামি আবুল হাসেমকে গ্রেফতার করে আদালতে সৌপর্দ করে মিরপুর থানা পুলিশ।

কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা. তাপস কুমার সরকার জানান, মিরপুর থানায় শিশু ধর্ষণের অভিযোগে করা মামলার ভিকটিম শিশুটির ডাক্তারি পরিক্ষা সম্পন্ন হয়েছে।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, গত (১৬ ফেব্রুয়ারী) রবিবার রাতে শিশুটির পরিবারের মা, বাবা, দাদিসহ সবাই বাড়ির পার্শ্ববর্তী ওয়াজ মাহফিলে যান। রাত ৯টার দিকে শিশুটির ঘুম পাচ্ছে বলে মাকে জানালে মা বাড়িতে গিয়ে ঘুমাতে বলেন। শিশুটি বাড়িতে এসে ফুফু মিনারা খাতুনের ঘরে টিভি চলতে দেখে সেখানে যান। এসময় ওই কক্ষে মিনারা খাতুন ও তার স্বামীও ঘুমাচ্ছিল। টিভি দেখার এক পর্যায়ে শিশুটিও সেখানে ঘুমিয়ে পড়ে। রাত সাড়ে ১০টার দিকে মিনারা খাতুনের স্বামী হাসেম আলী ঘুমন্ত শিশুটির মুখ চেপে ধরে ধর্ষণ করে। এঘটনায় শিশুটির পিতা বাদী হয়ে মিরপুর থানায় হাসেম আলীর বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ এনে মামলা করেন।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে মিরপুর থানার অফিসার ইনচার্জ আবুল কালাম জানান, গত সোমবার সন্ধ্যায় ধর্ষণের অভিযোগে করা মামলার

একমাত্র আসামি হাসেম আলীকে (৫৫) গ্রেফতার করে আদালতে সৌপর্দ করা হয়েছে। আদালত শুনানী শেষে জামিন নামঞ্জুর করে জেল হাজতে প্রেরণ করেছেন।

মেপ্র/ইএম

ছাত্রীদের সাথে অধ্যক্ষের নাচের ভিডিও ভাইরাল

চুয়াডাঙ্গার জীবননগর সরকারি আদর্শ মহিলা ডিগ্রি কলেজের ছাত্রীদের সাথে অধ্যক্ষের উদ্দাম নাচের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। কলেজের বসন্ত বরণ অনুষ্ঠানে মঞ্চে উঠে হিন্দি গানের তালে নিজ কলেজের ছাত্রীদের সাথে নাচ করেন অধ্যক্ষ মো. আলাউদ্দিন।

শনিবার কলেজ প্রাঙ্গণে এ বসন্ত বরণ অনুষ্ঠিত হয়।

এক মিনিট ৩৫ সেকেন্ডের এ ভিডিওতে দেখা যায় অধ্যক্ষ মো. আলাউদ্দিন পাঞ্জাবি-পাজামার সাথে কালো রঙের হাফ সোয়েটার ও মাথায় টুপি পরিহিত অবস্থায় একটি হিন্দি গানের তালে ছাত্রীদের সাথে নাচ করছে। এতে ছাত্রীরা অধ্যক্ষের সাথে ঘনিষ্ট বন্ধুর মতো অঙ্গভঙ্গি করে নাচতে থাকে।

স্থানীয়রা জানান, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিজেদের কলেজের অধ্যক্ষকে ছাত্রীদের সাথে নাচতে দেখে অনেকেই হতবাক হয়েছেন। একজন প্রতিষ্ঠান প্রধান হয়ে এ ধরণের কাজ অত্যন্ত গর্হিত।

এ বিষয়ে অধ্যক্ষ মো. আলাউদ্দিন বলেন, কলেজের মেয়েরা তাদের সাথে নাচ করার জন্য আবদার করলো। তাদের আবদার রাখতে আমি মঞ্চে উঠে একটু নাচ করেছি। বিষয়টি ঠিক হয় নি বলেও জানান তিনি। তিনি আরো বলেন, ঘটনাটি এভাবে ভাইরাল হয়ে পড়বে তা আগে ভাবিনি।

মেপ্র/ইএম